কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
Department of Agricultural Marketing (DAM)
www.dam.gov.bd

পরিচিতি

কৃষি খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯২৮ সনে প্রদত্ত রয়েল কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৩৪ সন থেকে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই উপমহাদেশে কৃষি বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। কালের পরিক্রমায় তারই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থায়ী একটি অধিদপ্তর হিসেবে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এ দেশের কৃষিতে অধিকতর মূল্য সংযোজন ও বাজার ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে Digitalization এর অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে সার্ভার স্থাপন এবং ৬৪টি জেলা মার্কেটিং অফিস ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে ৬৪টি জেলার গুরুত্বপূর্ণ হাটবাজারের বাজার দর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd- তে প্রচার এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। ফলে কৃষক ও ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুরক্ষিত হচ্ছে।

বাজার অবকাঠামো, পরিবহন ও অন্যান্য আধুনিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ

কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত এনসিটিপি প্রকল্পের অধীনে বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় নির্মিত ৭৫টি বাজারসহ (গ্রোয়ার্স ৬০টি এবং পাইকারী ১৫টি) ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল মার্কেট এবং সমাপ্ত পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দিনাজপুর, যশোর, বরিশাল, হবিগঞ্জ, শেরপুর ও নোয়াখালী জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার কার্যকরভাবে চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০টি বাজার চালু করা হয়েছে এবং ২২টি বাজার চালুর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপণন সুবিধা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেটে ২০ মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ০৩টি কুল চেম্বার, ০১টি ট্রাক এবং ০৬ টি রিফার ভ্যান সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এসব সুবিধাদি গ্রহণ করে কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাগণের অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে মার্কেট লিংকেজ স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

পচনশীল কৃষি পণ্য পরিবহণে সহায়তা

ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ঋণ ও গুদামজাতকরণ সহায়তা প্রদান

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এর উৎপাদিত পণ্যের ফসল কর্তন পরবর্তী সময়ে নিম্নমূল্যে বিক্রয় করে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম দেশের ৩৫টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় ১২৬টি গুদামের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কৃষকের উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণের বিপরীতে বর্তমান সরকারের সময়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫,২১৩ মে. টন শস্য জমার বিপরীতে ৬,২৬০.০৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্য দূরীকরণ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (বিএডিপি) আওতায় গ্রাম ও উপশহর এলাকায় কৃষি ব্যবসা কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩৩,৪৩২ জন কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তার মধ্যে ২৫৮.৮৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা ১২,০৩৫ জন এবং সর্বমোট ৯০,৫২৪ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ডের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১২,০৬২ জন Sub-borrower's -এর মধ্যে ১২০ কোটি টাকা রিভলভিং ক্রেডিট ফান্ড বিতরণ করা হয়েছে।

এগ্রিবিজনেস মেলা-২০১১

নারীর ক্ষমতায়ন

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট ৩৩,৪৩২ জন কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তার মধ্যে প্রায় ৩৬% অর্থাৎ ১২,০৩৫ জন নারী উদ্যোক্তা বিদ্যমান। এ সকল নারী উদ্যোক্তাগণ হাঁস-মুরগি পালন, গাভী পালন, উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদন, মাশরুম উৎপাদন, বিভিন্ন কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি ব্যবসায় সফলভাবে পরিচালনা করছেন এবং নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। এছাড়াও উক্ত প্রকল্পের আওতায় নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০০ জন নারী উদ্যোক্তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ০৬টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে যেখানে প্রায় ৩০০ জন নারী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছেন। অধিদপ্তরের আওতায় চলমান সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (বিপণন অঙ্গ)-এর অধীনে প্রায় ৩,৭৫০ জন কৃষানীকে উদ্যান ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে কর্মশালা

কর্তনোত্তর ব্যয় হ্রাস ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজনপূর্বক বহুমুখী সুবিধা প্রদান

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (বিপণন অঙ্গ) ঢাকার সাভার, পাবনার ঈশ্বরদী ও খুলনার মেট্রোপলিটন এলাকাসহ নরসিংদী, ফরিদপুর, রংপুর, কুমিল্লা, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঝিনাইদহ, সিলেট ও বরিশাল জেলার সদর উপজেলা সমূহে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে শাক সবজি ও ফলমূলের কর্তনোত্তর ক্ষতি কমিয়ে গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করে আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণসহ কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকরকগণকে কারিগরি ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে ১৮,০০০ প্রান্তিক কৃষকের সমন্বয়ে ৬০০টি স্বপ্রনোদিত বিপণন দল গঠনের কাজ এগিয়ে চলছে এবং ইতোমধ্যে ৫২০টি কৃষক দল গঠনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উদ্যান ফসল কর্তনোত্তর বিষয়ে ৭,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী ও কুমিল্লা জেলায় ০২টি অফিস -কাম- ট্রেনিং

এন্ড প্রসেসিং সেন্টারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং খুলনা ও রংপুরে ২টি অফিস -কাম- ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টারের নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। কুমিল্লায় নির্মিত অফিস-কাম-ট্রেনিং সেন্টারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে উদ্বোধন করেন।

মার্কেট লিংকেজ, বিপণন ব্যয় হ্রাস ও শস্য ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ

কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারের সাথে কৃষকের সংযোগ স্থাপন, বিপণন ব্যয় হ্রাস ও শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে আয় বৃদ্ধি পূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২০১১-২০১২ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত ০৫ বছর মেয়াদি মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলার ১৯টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কাজ চলছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ৭,২০০ বর্গফুট আয়তনের ৮টি এসেম্বল সেন্টার ও ৭৫০০ বর্গফুট আয়তনের ১টি অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ এবং কৃষক ও ব্যবসায়ী সমন্বয়ে ২০০টি কৃষক দল গঠন কার্যক্রম চলছে। দলভুক্ত ২,০০০ জন সদস্যসহ মোট ৩,৫০০ জনকে প্রকল্প মেয়াদে কৃষি পণ্য বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ১,২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়াও ৩টি শস্য গুদাম মেরামত ও সংস্কার এবং ২টি নতুন গুদাম চালুকরণের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে শস্য সংরক্ষণ ও ব্যাংক ঋণের জন্য লিংকেজ স্থাপন করা হবে। এছাড়াও বাজার সংযোগ স্থাপন, শস্য ঋণ মডেল সম্প্রসারণ ও বিপণন ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে বাগেরহাট, পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ জেলা সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অঙ্গ) এর কাজ সম্প্রতি শুরু করা হয়েছে।

কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালা

রাজস্ব আয়

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৮০০টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে প্রায় ৪৯,২৪৫ জন কৃষি পণ্য বাজারকারবারীর মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করে ৩,৪৯,৫৭,৫৬৮ টাকা নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

নিয়োগ ও পদোন্নতি

প্রকল্প ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে মোট ৪৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।